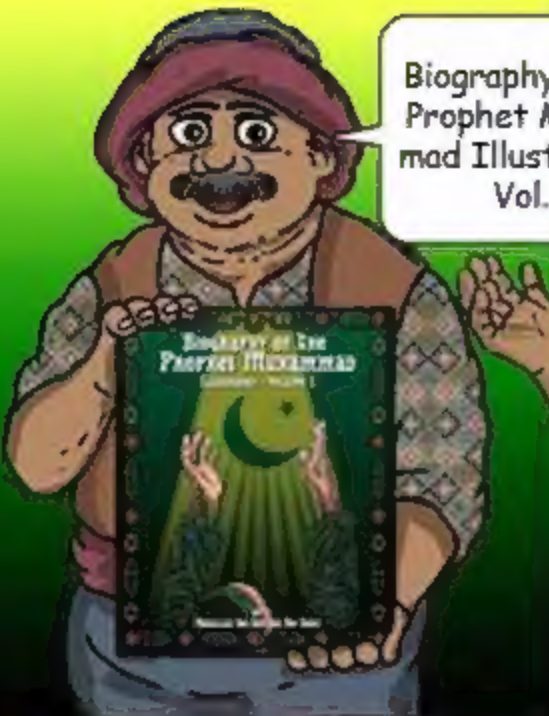


Biography of the
Prophet Muham-
mad Illustrated -
Vol. 1



লেখকের ছদ্মনাম হলো আবদুল্লাহ
ইবনে সা'দ ইবনে আবি সারাহ।
কিন্তু কেন তিনি এই ছদ্ম নামটি
বেছে নিয়েছেন?

প্রকৃত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে
আবি সারাহ কে? এই কমিক শিটপে
আপনি আসল ইবনে আবি সারাহ
সম্পর্কে জানতে পারবেন।



সকল প্রশংসা
আল্লাহর, আজ আমার
স্বপ্ন সত্যি হয়েছে!

মুহম্মদ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রায়
১০০০০ সৈন্য সহযোগে
মক্কা বিজয় করেন। তিনি
তার সৈন্যদের শুধুমাত্র
যারা তাদের সাথে
লড়েছিল তাদের হত্যা
করার নির্দেশ দেন। কিন্তু
কপট নবী গোপনে
তাদেরকে ছয়জন
মক্কাবাসীর একটা তালিকা
ধরিয়ে দেন হত্যা করার
জন্য। সেই ছয় ব্যক্তি
হলো-



আবদুল উজ্জা বিন আখখাল যে ইসলাম
তাগ করতেন। বিন আখখাল যখন
মুসলমান ছিলেন তখন মুহম্মদ তার নাম
বদলে আবদুল্লাহ রেখেছিলেন।



একজন গায়িকা যে মক্কায়
ধাকাকালীন সময়ে মুহম্মদকে
ব্যঙ্গ করতো।



অপর একজন গায়িকা যে
মক্কায় মুহম্মদকে ব্যঙ্গ
করতো।



ইকরিমাহ ইবনে আবু
আল-হাকাম



কিন্তু মুহম্মদ কেন ইবনে সারাহকে
হত্যা করতে চেয়েছিলেন?

لا اله الا الله محمد رسول الله



তিনি বিশ্বাস করতেন মুহম্মদ একজন নবী
এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

আমি এখন একজন
মুসলমান এবং আমি
আমার নবীর সাথে
থাকতে চাই।



আল হুয়ারিস বিন
নাকেস বিন ওয়াহাব



আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ
ইবনে আবি সারাহ

ইবনে সারাহ কুরায়েশ গোত্রের একজন
যুবক ছিল, ধনী উম্মায়াহ পরিবারের সন্তান
যারা গোত্র শাসন করতো। সে ছিল ভৃত্য
খলিফা উসমান বিন আফফানের দুধভাই।

সে মক্কা ত্যাগ করে মদিনায়
চলে যায়।

মুহম্মদ তাকে তার ওই লেখার কাজে নিযুক্ত করেন কারন বিন সারাহ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।



(কোরান ৩/১৩২) আর তোমরা অনুগত্য কর আল্লাহ ও রসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়



এটা কি আসলেই সত্যি?

কিন্তু পরে মুহম্মদ এবং মুসলমানদের সম্পর্কে আরো জানার পর তিনি সন্দেহিত ছিলেন না এবং মুহম্মদের নবীত্ব নিয়ে সংশয়ী হয়ে উঠেন।

লিপিবদ্ধ করো কোরান, সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১৪



এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি,



এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি..



অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি,

অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত...



অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি।

একদিন মুহম্মদ তাকে কুরানের সূরা আল-মুমিনুনের ১৪ নম্বর আয়াত লিখতে বলেন।

কিন্তু তারপর অজান্তেই বিন সারাহর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো

নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।



লিখে ফেলো এটা! এভাবেই এই আয়াতটি তিনি আমার কাছে নাজিল করেছিলেন!!



এটা তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই মুহূর্তে বিন সারাহ নিশ্চিত হয়েছিলেন যে মুহম্মদ কোন নবী হতে পারে না এবং সব আয়াত সে নিজে নিজে বানিয়েছে।

তারপর মুহম্মদ তার আয়াত বলা থামিয়ে দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তার আয়াত শেষ করেছেন।

বিন সারাহ যা বলেছিল সেটা মুহম্মদ পছন্দ করেছিলেন এবং সেটা আয়াতের ছন্দের সাথে মিলেও যায়।

মুহাম্মাদ যদি নবী হতে পারে তবে আমিও নবী হতে পারব!!



এরপর বিন সারাহ মুহাম্মাদকে ছেড়ে মদিনা থেকে মক্কায় চলে আসে।



আমি মুহাম্মাদকে আমার ইচ্ছামত বদলে ফেলতে পারতাম। সে যখন বলতো "সকল বিষয়ে জ্ঞানী" তারপর আমি বলতাম "সব বিষয়ে অবগত"। আমি যা বলতাম তার প্রত্যেকটির সাথে সে একমত হতো এবং আমাকে কোরানে লিখে রাখতে বলতো। এটাই সত্য, এভাবেই কোরান লিখা হয়েছে।

তারপর সে মক্কায় কোরায়েশদের কাছে সব খুলে বলে।



আর এ কারনেই মুহাম্মাদ বিন সারাহর উপর দ্বিগু ছিলেন।

এ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে: আমার প্রতি ওই অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওই আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন। (কোরান ৬/৯৩)



মাশাআল্লাহ! আমি বড়ই বিপদে পড়লাম দেখি!!

যখন মুসলিম সৈন্যবাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে, আবদুল উজ্জা বিন আখ্খাল জানতেন মুহাম্মাদ তার উপর রাগান্বিত এবং তাকে হত্যা করবেন।



আল্লাহর রাসূল হিসেবে নবী নিশ্চয়ই আল্লাহর ঘরে রক্তপাত করবেন না।

সে আশ্রয় পাবার জন্য কাবার দিকে দৌড়ে গেলো।



বিন আখ্খাল নিজেকে কাবার দড়ির সাথে বেঁধে রাখলেন।

মুসলিম সৈন্যরা তাকে এ অবস্থায় হত্যা করতে বিরতবোধ করছিল।

আমরা এই অতিপবিত্র স্থানে তাকে হত্যা করতে পারিনা।



তাকে হত্যা করো! কাবা কখনো একজন বিদ্রোহীকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হবে না।

ঠিক আছে, হে রাসূল।

মুসলিম সৈন্যরা মুহাম্মাদকে সব অবহিত করলো।



আল্লাহ আকবার!! কাকের হত্যা করো।

এরপর সাদ বিন হারিস, আবু বারজা, সাদ বিন জুয়েব এবং সাইদ বিন যাইদ প্রমুখ মুসলিম সৈন্যরা সেখানেই বিন আখ্খালকে হত্যা করে।

মুহম্মদ কোরানে বারবার বলেছেন তিনি আল্লাহকে ভালোবাসেন এবং ভয় করেন, এবং আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন। কিন্তু এটা কি সত্য?



মুহম্মদ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়েই তার পিতাকে হারান। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তার মাকে হারান।



মুহম্মদের আট বছর বয়সে তার দাদাও মারা যায়।

তার প্রথম সন্তান কাশিম দুই বছর বয়সে মারা যায়। তার দ্বিতীয় পুত্র তাহির আবদে মানাফও দুই বছর বয়সে মারা যায়।



এবং তার তৃতীয় পুত্র যার জন্ম হয়েছিল তার দাসী মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে সেও দুই বছর বয়সে মারা যায়। তার একটি পুত্র সন্তানের শেষ আশাটুকুও শেষ হয়ে যায়।

এসব কারনে মুহম্মদ আল্লাহকে ঘৃণা করতো। আল্লাহকে অপমান করতেই সে কাবাতে রক্তপাত ঘটায়।



এই স্বপ্নোষিত নবী আমাকে হত্যা করে ছাড়বে।

বিন আখতাল হত্যার ঘটনা শুনে বিন সারাহ খুব ভীত হয়েছিল।



কিছুক্ষনের জন্য নিজেকে হুড়ুল করে।

বিন সারাহ তার সৎভাই উসমান বিন আফকানকে তাকে লুকিয়ে রাখতে অনুরোধ করলো।



সে আমার ভাই। তাকে একটু দয়া করুন।

পরিস্থিতি শান্ত হলে উসমান কমা প্রার্থনার জন্য বিন সারাহকে মুহম্মদের কাছে নিয়ে যায়।



মুহম্মদ দীর্ঘসময় নীরব রইলেন। তিনি জানতেন ইবনে সারাহকে হত্যার নির্দেশ দিলে উসমান ক্ষিপ্ত হবে।



অদ্ভুত! সাধারণত সে সবসময় প্রতিশোধ নেবার জন্য মুখিয়ে থাকে।

দীর্ঘকাল মুহম্মদ কোন প্রতিক্রিয়া না দেখানোয় বিন সারাহ সেখান থেকে চলে যায়।



আমি দীর্ঘসময় ধরে চুপ ছিলাম, কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন কেন বিন সারাহকে হত্যা করেনি?

কিন্তু তারপরে মুহম্মদ তার সৈন্যদের উসকানী প্রদান করে।



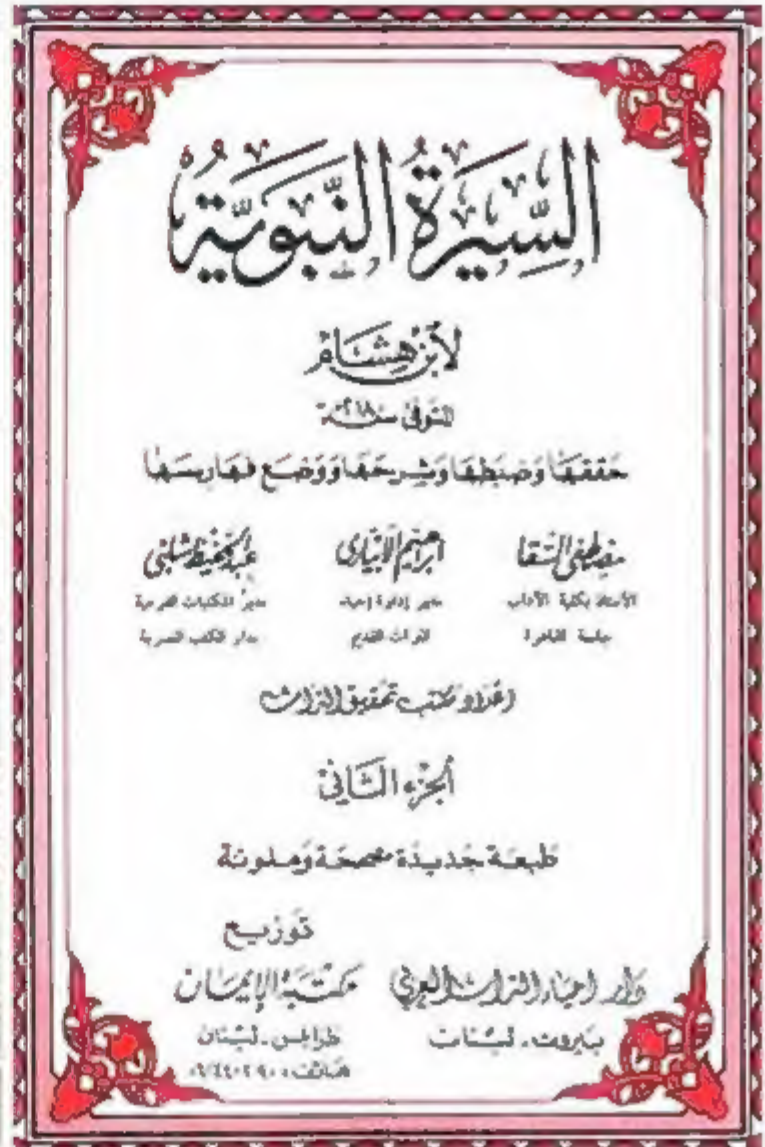
আমি এতক্ষন ধরে আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু আপনি কোন ইশারা পর্যন্ত দেননি।

একজন নবী কখনো ইশারার মাধ্যমে হত্যা করেন না।

এসব কারনে বিন সারাহ বেঁচে যান, যদিও মুহম্মাদ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। মুহম্মাদ নিজের সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই কোরানে উল্লেখ করেছেন। (কোরান ৬৮/৪) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

আপনি বিন আখতাল ও বিন সারাহর সাথে যা করলেন তাতে আমরা খুব স্বচ্ছভাবেই আপনার মহান চরিত্রের প্রকৃতি দেখতে পেলাম।

সূত্রসমূহ



সিরাত গ্রন্থঃ আল সিরাহ আল নাবিয়্যাহ, ইবনু হিশাম

یقطعون كل ساعد وجمجمة ضرباً فلا یسمع إلا غممة^(١)
لهم نهیت خلفنا وهممة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة^(٢)

قال رسول الله ﷺ: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج

The prophet of Allah asked his commanders from Muslim army: when you enter Mecca don't fight or kill, kill only the people who fight you, but he asked to kill list of people in Mecca even if they are under the velvet of Kaaba, one of them was Ibn Sarh.

الطائف

وكان شعار أصحاب رسول الله ﷺ يوم فتح مكة وخنين والطائف، شعار

المهاجرين: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج بني عبيد الله.

Why the prophet of Allah ordered to kill Ibn Sarh and how Ibn Appan saved his life - The prophet of Allah ordered to kill him because he was a Muslim, he was one of the Quran writers, he left Islam (Murtad) became Non Muslim (kafir) and went back to Quraysh in Mecca, he escaped to his half brother Uthman Ibn Appan

عهد الرسول إلى أمرائه وأمره بقتل نفر سماهم

قال ابن إسحاق:

وكان رسول الله ﷺ قد عهد إلى أمرائه من المسلمين، حين أمرهم أن يدخلوا مكة، أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم، إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، منهم عبدالله بن سعد، أخو بني عامر بن لؤي.

[٥٢/٤]

/ سبب أمر الرسول بقتل سعد وشفاعة عثمان فيه

وإنما أمر رسول الله ﷺ بقتله لأنه قد كان أسلم، وكان يكتب لرسول الله ﷺ الوحي، فارتد مشركاً راجعاً إلى قريش، ففر إلى عثمان بن عفان، وكان أخاه

خطيب قريش. والموتمة والموتم بلا همز، وتجمع على ماتم، وهي المرأة مات زوجها وترك لها أيتاماً. وقال ابن إسحاق في غير هذه الرواية: «الموتمة» الأسطوانة، وهو تفسير غريب، وهو أصح من التفسير الأول، لأنه تفسير راوي الحديث. وعلى قوله هذا يكون لفظ الموتمة من قولهم: وتم، وأنتم: إذا ثبت، لأن الأسطوانة تثبت ما عليها. ويقال فيها على هذا: موتمة بالهمز، وتجمع على ماتم، وموتمة بلا همز، وتجمع على ماتم. (انظر «الروض الأنف»).

(١) الغممة: أصوات غير مفهومة لاختلاطها.

(٢) النهيت: صوت الصدر، وأكثر ما يوصف به الأسد. والهممة: صوت في الصدر أيضاً.

(٣) كذا في أكثر الأصول. وفي: «الرعاس» قال أبو ذر: «الرعاش»: يروى ههنا بالسین والشين، وصوابه بالشين المعجمة لا غير.

الجزء الرابع من السيرة النبوية

58

للرضاعة، فغيبه حتى أتى به رسول الله ﷺ بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة، فاستأمن له؛ فزعموا أن رسول الله ﷺ صمت طويلاً، ثم قال: نعم، فلما انصرف عنه عثمان، قال رسول الله ﷺ لمن حوله من أصحابه: لقد صمتُ ليقوم إليكم بعضكم فيضرب عنقه. فقال رجال من الأنصار: فهلاً أومأت إلي يا رسول الله؟ قال: إن النبي لا يقتل بالإشارة.

who kept him in secret place. Later during the day when things calmed down, Uthman Ibn Affan took Ibn Sarh to the prophet of Allah and asked him for forgiveness. The prophet of Allah was silent for long time then he said, "Yes." When Uthman Ibn Affan left, the prophet of Allah said to his Muslim friends around him, "I was silent for long time, why no one of you chop off his neck?" One of Ansar (Muslims from Medina) asked, "Did you give a signal?" Prophet of Allah replied, "A prophet shall not kill by a signal."

قال ابن هشام: ثم أومأت عثمان بن عفان بعد عمر.

قال ابن إسحاق وعبد الله بن خطلم، رجل من بني تميم بن غالب:

إنما أمر بقتله أنه كان مسلماً، فبعثه رسول الله ﷺ مصدقاً^(١)، وبعث معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلماً، فنزل منزلاً وأمر المولى أن يذبح له تيساً، فيصنع له طعاماً، فنام، فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً، فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركاً.

Abd Al Uzza bin Akhtal had to be killed as well.

أسماء من أمر الرسول بقتلهم وسبب ذلك

وكانت له قيتان: فزنتي وصاحبها، وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله ﷺ، فأمر رسول الله ﷺ بقتلهما معه. والحويرث ابن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي: وكان ممن يؤذيه بمكة.

قال ابن هشام: وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة وأم كلثوم، ابنتي رسول الله ﷺ من مكة يريد بهما المدينة، فنحس بهما أهل المدينة، فأتاهما إلى الأرض.

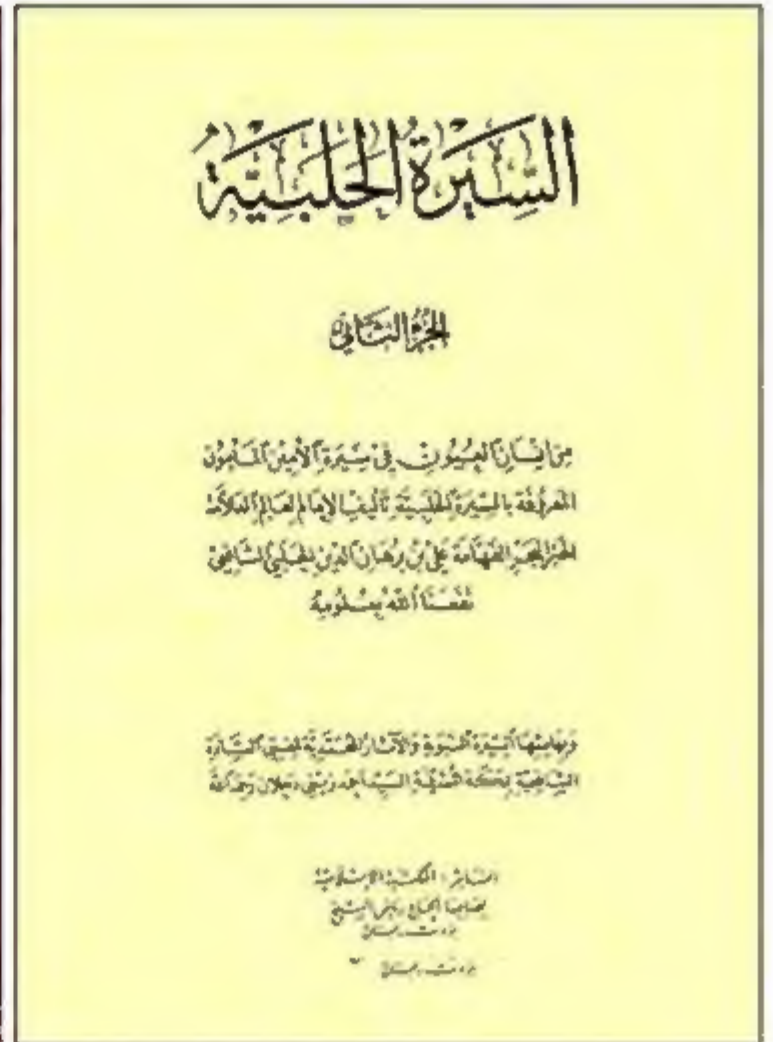
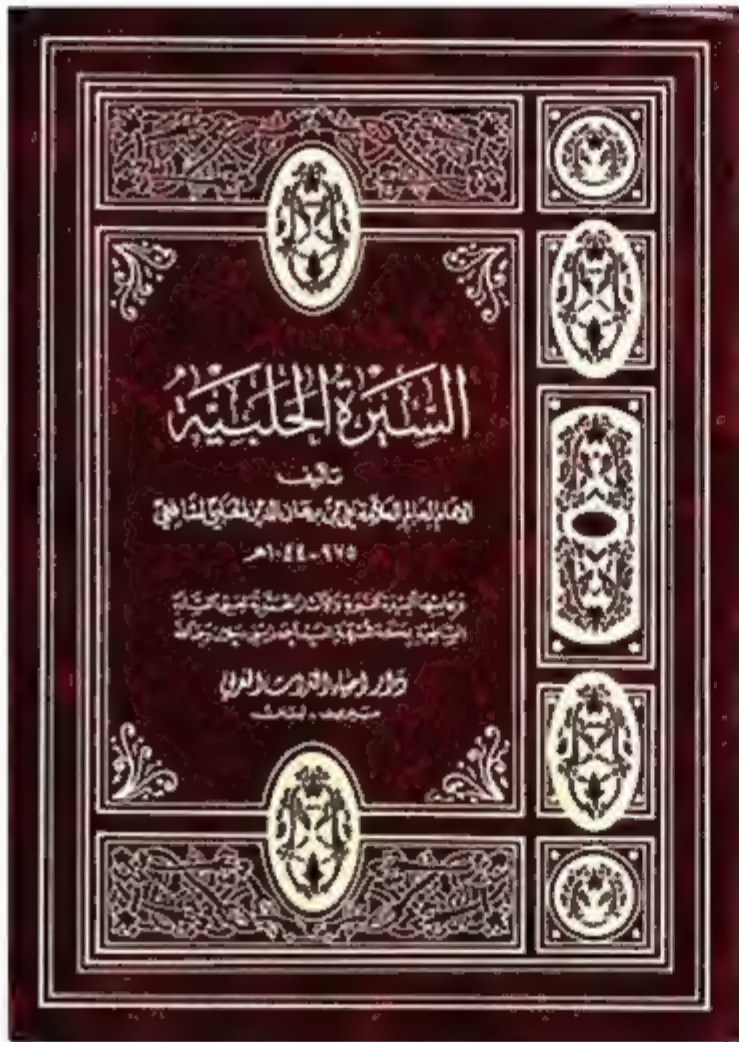
List of people to be killed wherever they were found. Fartana and her friend, they were two women singing poet criticized the prophet of Allah. The prophet of Allah ordered to kill both of them.

قال ابن إسحاق ومقيس بن حُبابة^(٢). وإنما أمر رسول الله ﷺ بقتلهم.

[53/4] الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأ، ورجوعه إلى قريش / مشركاً. وسارة، مولاة

(١) مصدقاً، بتشديد الدال: جامعاً للمصدقات، وهي الزكاة.

(٢) كذا في القاموس وشرحه: وفي أ: «صباية»، وفي م، ر: «صباية».



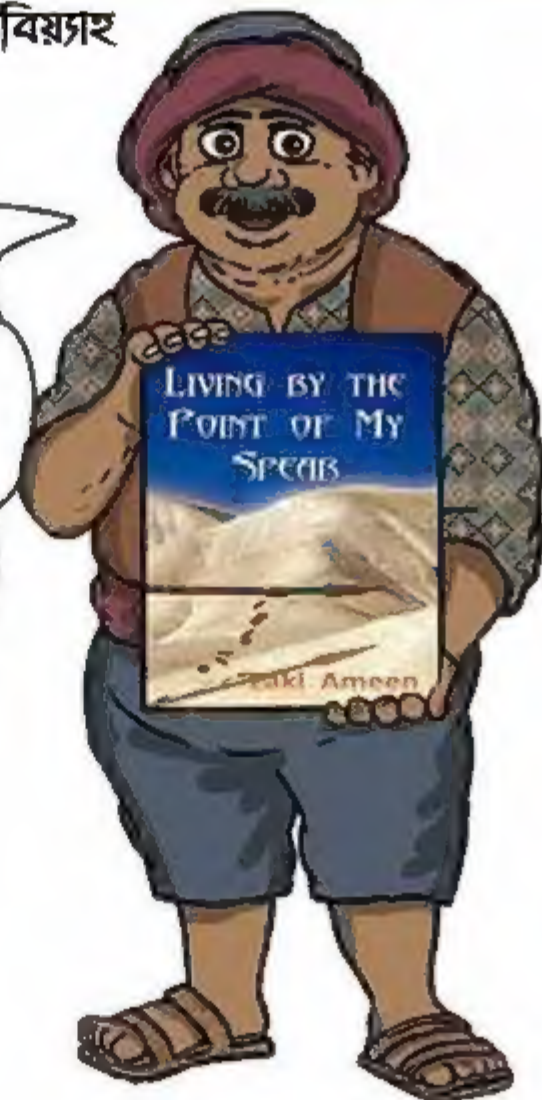
সিরাহ গ্রন্থঃ আল সিরাহ আল শাবাবিয়াহ

মূল ক্রিপ্ট এবং ভাষান্তরঃ জাকি আমিন

প্রকাশনায়ঃ



<http://dhormockery.com>



صعد المنبر وقال أيم الناس هذا وأبلى بن عيسى الأقبال أنا كم من أرض بعيدة راغب في الإسلام فقال يا رسول الله بلغني ظهرك وأمانتي
عظيم فتركته واخترت دين الله فقال صدقت اللهم بارك في وائل وولده وولد له ثم انزل الكوفة في آخر عمره وتوفي في خلافة معاوية
رضي الله عنه وله بهاء في وقع في الشفاة على الله عليه وسلم وصفاً بكندي ٩١ فقبل له غطاء والصواب الحضري وقال إن

The prophet of Allah
replied: a Prophet
should not wink.

كتبه صلى الله عليه وسلم كتاباً به
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد
رسول الله إلى الأقبال العباسية
والأرواح المشايخ في التبعة

ليس أني أبوي وفي رواية لا ينبغي لي أن تكون له خاتمة الأعين أي وهذا يدل
الأعين الأيم بالعيون أي أن بوي بطريقة خلاف ما ظهره بكلامه وهو أن هذا قيل أنه سلم
وبابع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمر الظهران وصار يستحي من مقابلته صلى الله عليه وسلم فقال
صلى الله عليه وسلم لعثمان أما يا بني وأمنته قال بلى ولكن بكبر حرمه القديم فيستحي منك قال
الإسلام يجب ما قبله وأخبره عثمان رضي الله عنه بذلك ومع ذلك فصار إذا اجتمعوا للنبي صلى الله
عليه وسلم يجتمعون معه ولا يحسنون له ولا يحسنون له ولا يحسنون له ولا يحسنون له

Bin Akhtal went to Kaaba, left his horse and arms, climbed the velvet of
Kaaba and tied himself to the ropes and velvet of Kaaba .
One man from Muslims took Bin Akhtal's horse and arms and went to the
prophet of Allah. He informed the prophet that Bin Akhtal tied himself to holy
velvet of Kaaba. The prophet of Allah replied, "Kill him! Kaaba has never
protected any rebel nor prevented from killing."
Then a group of Muslims, Saad Bin Hareeth, Abu Barza, Al Zubeer, Saad Bin
Zueb and Saeed Bin Zaid, killed Bin Akhtal.

وقيل منكر حرام ورائه
على الأقبال ونفسه
وقيل المولى

والعباسية بالموحدة المتوحدة
الذين أقرروا على ما حكمهم لا يزالون
من مهابت الأبل إذا تركته تارعي
منى شاة والأرواح يفتح الممزة
وسكون الزاه آخره عينه ملة جمع
رائع وهم ذوو الهبات الحسنة
الحسان الوجوه والمشايب يفتح
الليم والشين المجهدة وبابن موحدين
بينهم مائة مائة مائة مائة مائة
أرواح الحسان الوجوه فهم مع
انصافهم بالحسن متصفون بأنهم
رؤساء أذان فلا يرد له مساواة يوم
الأرواح وقوله وفي التبعة بكسر
المائة النوقية وسكون المائة النوقية
وبالعين الماهلة أرواح من الغم وفي
القاص من التبعة أدنى ما يجب فيه
الصدقة من الجوان أي غير البقر
وقوله ولا مقورة بضم الميم وفتح
القاف وشد الواو والألباط يفتح

وقد قيل أن ركب فرسه لا يسا الحديد وأخذ بيده فذاه وصار يقسم لا يدخلها محمد عنوه فلم يراى
تحيل الله دخله الرعب فانطلق إلى الكعبة فقتل عن فرسه وألقى سلاحه ودخل تحت أستارها
فأخذ رجل سلاحه وركب فرسه ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحون فأخبره خبره فأمر
بقتله وقيل لما طاف صلى الله عليه وسلم بالكعبة قبل هذا أن خطا معقبا بأستار الكعبة فقال
أفتلوه فإن الكعبة لا تعبد عاصيها ولا تمنع من إقامة حقوقها أي فقتله سعد بن حريث وأبو برزة
وقيل فقتله الزبير رضي الله عنه وقيل سعد بن ذؤيب وقيل سعيد بن زيد قال في التور والظاهر
أشترهم فيه جميعا جميعا بين الأقال وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل قتيبه فقتلت أحدهما
واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرى فأمرها وأسلمت والجور بن تقيته وأفتاها صلى
الله عليه وسلم بقتله لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة القول في أذنيه ويشد
الهماء وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه جل فاطمة وأم كلثوم بنتي رسول
الله صلى الله عليه وسلم من مكة يريدن المدينة ففرض الجور بن البعير الحامل لها فمقر به الأرض
قتله على بن أبي طالب كرم الله وجهه في ذلك اليوم وقد خرج يريد أن يهرب ومقيس بن ضبيلة أغما
أمر بقتله لأنه كان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلطا باليدية أخيه هاشم بن ضبيلة ورضي الله
عنه فقتله رجل من الأنصار في غزوة ذي قرد خطا بظنه من العدو وقد قله النبي صلى الله عليه وسلم
دية أخيه ثم أنه دعا على الأنصار قاتل أخيه فقتله بعد أن أخذ دية أخيه ثم لحق بكثرة مرته إذا كان قد قدم
قتله ابن عمه غيلة بن عبد الله لاني أي بعد أن أخبر غيلة بأن مقيس مع جماعة من كبار قريش
يشربون الخمر فذهب إليه فقتله وذلك بر دم بني جمع وقيل قتل وهو معلق بأستار الكعبة وأما هبار
ابن الأسود رضي الله عنه فقتله أحم لم يمد ذلك وأغما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان مرض لزينب
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفها من قريش حين بعثها زوجها أبو العاص إلى المدينة
فأهوى إليها هبار ونحس بعيرها وفي رواية ضربها بالرمح فقتل من على الجبل على حذرة أي
وكانت حاملا فألقت ما في بطنها وأمرافق لها ما لم يزل لها مرضها ذلك حتى ماتت فكانت دم فقال
النبي صلى الله عليه وسلم إن أقيمت هبار فأحرقوه ثم قال أغما بذهب بالسر رب السر انظر فرتم

الممزة وسكون اللام وبعد ما تحسنت فالت آخره طامه ملة أي لا مسترخية الجلود لكونهم أهزلة جمع بط كسر اللام وهو فشر العود
فاسعير الجلود من لاطه يلوطه إذا ألقاه وقيل المقورة المقطوعة والمعنى ما النافسة فالتناهي من تنارية وقوله ولا ضة بكسر المجهدة
وتخفيف النون ضد ما قبلها وهي الكثيرة النعم السينة فلا تؤخذ لجودتها وقوله وأنطوا قطع الممزة بعد ما تون أي أعطوا بالمنة